সংবাদ

তারিখ ... 10 DEC 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

স্কুলের পরীক্ষা হলে কাঁদানে গ্যাস আক্রান্ত শিশু শিক্ষার্থীরা

● আতঙ্ক : পরীক্ষা স্থগিত

বাকী বিল্লাহ

অবরোধ চলাকালে গতকাল পুরনো ঢাকার বংশালে একটি স্কুলে পরীক্ষা চলাকালীন পুলিশের নিক্ষেপ করা কাঁদানে গ্যাসে প্রায় ৭শ শিশু শিক্ষার্থী আক্রান্ত হয়। গতকাল অবরোধ চলাকালে বংশাল মিল্লাত স্কুলে এই ঘটনা ঘটে। এতে স্কুলের পরীক্ষার হলে থাকা শিশু পরীক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনেকের দেখা দেয় শ্বাসকষ্ট। ঘটনার পর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। অনেকেই পরীক্ষার হল ছেড়ে স্কুল ভবনের ছাদে উঠে চিৎকার দেয়। খবর শুনে অভিভাবকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গেলে শিশুরা হল থেকে বের হয়ে বাবা-মাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। এরপর স্কুল কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় শিফটের ৬ষ্ঠ, ৭ম, নবম শ্রেণী পর্যন্ত গতকালকের পরীক্ষা স্থগিত করে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সকাল পৌনে ১০টার দিকে অবরোধ চলাকালে বংশাল চৌরাস্তার অদূরে মিল্লাত হাইস্কুলে প্রাথমিক শাখার বার্ষিক পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষায় প্রায় ৭শ শিশু ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। তারা স্কুল ভবনের প্রথমতলা থেকে ৪র্থতলা পর্যন্ত বিভিন্ন রুমে বসে পরীক্ষা দিচ্ছিল। এই সময় আক্রান্ত ছাত্রদের অভিভাবকরা স্কুলের সামনে ও আশপাশে বসে অপেক্ষা করছিলেন। সকাল প্রায় ১০টার দিকে মিল্লাত স্কুলের অদূরে বংশাল এলাকার রাস্তায় অবরোধকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। সংঘর্ষ চলাকালে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার এক পর্যায়ে পুলিশ মিল্লাত স্কুলের অদূরে ক্রেস

স্কুলের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

স্কুলের : পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রোডে টিয়ারগ্যাস শেল নিক্ষেপ করে। পুলিশের ছোড়া টিয়ার গ্যাস শেলের ঝাঁঝালো গ্যাস মিল্লাত স্কুলের নিচতলা ও দোতলার পরীক্ষার হলের ছাত্রছাত্রীরা আক্রান্ত হয়। বাতাসের কারণে পুলিশের টিয়ার গ্যাস স্কুলের শ্রেণীকক্ষে ঢুকে পড়ে। বিষাক্ত টিয়ার গ্যাসে শিশু ছাত্রছাত্রীরা আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তারা টিয়ারগ্যাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছোটাছুটি করতে থাকে। অনেকেই চিৎকার দিয়ে পানি পানি বলে বাথরুমে ছুটে যায়। বাথরুমের পানি চোখে মুখে দিয়ে গ্যাস থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে। অনেকেই পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে স্কুলের সামনে দাঁড়ানো অভিভাবকদেরকে জড়িয়ে কান্নাকাটি করেন। কিন্তু পুলিশ গ্যাস ছেড়ে শেষ হয়নি, তারা স্কুলের সামনে গিয়ে অভিভাবকদেরকে বেধড়ক লাঠিপেটা করেন। কয়েকজন অভিভাবক আহত হন। পুলিশের ধাওয়ার মুখে একজন ছাত্রী নিখোঁজ হন। এই খবর মাইকে ঘোষণা দিলে স্কুলের অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই ছুটে যান স্কুলে। তারা ঘটনার জন্য পুলিশকে বিভিন্ন ভাবে বকাবকি করেন। অনেক অভিভাবক অবরোধে পরীক্ষা নেয়ার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে অভিযুক্ত করে সমালোচনা করেন। আধা ঘন্টা পর নিখোঁজ ছাত্রীকে খুঁজে পাওয়ার পর এলাকায় স্বস্তি ফিরে আসে।

কয়েকজন অভিভাবক জানান, অবরোধ চলাকালে পরীক্ষা নেয়ার কারণে শিশুরা ভোগান্তির শিকার হন। অনেকেই স্কুল কর্তৃপক্ষের নানা সমালোচনা করেন।

শিক্ষকরা জানান, পরীক্ষা নেয়ার সময় হঠাৎ কয়েকটি শব্দ পাই। এরপর ধোঁয়া বের হতে থাকে। ছাত্রছাত্রীরা চিৎকার করতে থাকে। তখন শিক্ষকরা গ্যাসের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে স্কুলের বাথরুমে গিয়ে চোখে পানি দেন। এ ধরনের ঘটনা আর কখনো দেখিনি।

এ সম্পর্কে বংশাল মিল্লাত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. হারুনুর রশিদ সংবাদকে মোবাইল ফোনে জানান, প্রথম শ্রেণী থেকে ৪র্থ শ্রেণীর ৭শ শিশুর সমাপনী পরীক্ষা শেষ হওয়ার কয়েক মিনিট আগে ছাত্রছাত্রীরা টিয়ার গ্যাসে আক্রান্ত হয়। এই সময় ছোটাছুটির মধ্যে একজন ছাত্রী নিখোঁজ হয়। নিখোঁজ ছাত্রীর সন্ধানে তাৎক্ষণিক মাইকিং করার কথা স্বীকার করেন তিনি। এ ঘটনার পর পরিস্থিতি বিবেচনা করে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৯ম শ্রেণীর গতকালকের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।